প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **মাদারীপুর**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৩ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	রাজারাম মন্দির	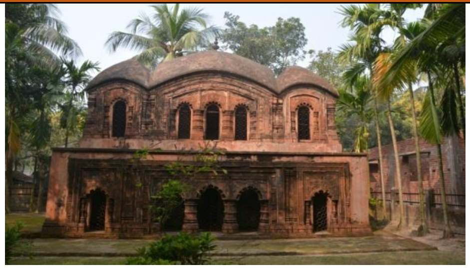	রাজৈর	২৩°১৩'২৩.৬" উ. ৯০°০০'১৫.৭" পূ.	শিক্ষা বিভাগের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ডি-২৬৫-এধার/৪৬ ০৪ মে, ১৯৪৬	সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জমিদার রাজারাম রায় বহু অর্থ ব্যয়ে চারপাশে নদী বিধেত স্থানে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরটিতে পূর্ব পূজা বর্তমানে পূজা অর্চনা না হলেও চৈত্র সংক্রান্তিতে নীল পূজা হয়। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত দ্বিতল ভবন। মন্দিরটির নিচতলায় ৬টি এবং দোতলায় ৩টি কক্ষ রয়েছে। ভবনটি বর্তমানে মাথা উচু করে কালের স্বাক্ষী হয়ে আজও সগৌরবে দাড়িয়ে আছে।
২.	নীলকুঠি		মাদারীপুর সদর	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: সবিম/শাঃ-৬/প্রত্নঃসংরক্ষণ-১০/২০০৭/৬১২ ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৯	প্রত্নস্থানটি এখন 'নীলকুঠি' নামে পরিচিত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের কিছুকাল পর তৎকালীন বৃহত্তর ফরিদপুরের অংশ হিসেবে মাদারীপুরে নীল চাষ শুরু হয়। অঞ্চলটি নীল চাষের বিশেষ উপযোগী হওয়ায় ইংরেজরা নীলের ব্যবসা করে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার বাসনা নিয়ে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে বৃহত্তর ফরিদপুরের বিভিন্ন হিন্দু জমিদারের সহায়তায় ইংরেজ নীলকর ডানলপ সাহেবের কুঠিয়াল বাহিনী মাদারীপুরের আউলিয়াপুরে প্রায় ১২ একর জমির উপরে নীলকুঠি স্থাপন করেন। এলাকার কৃষকদের সেই সময়ে ধান, পাট, গম, সরিষাসহ অন্য ফসল চাষাবাদ দিতে হতো। শুধু নীল চাষে বাধ্য করা হতো।
৩.	প্রাচীন হিন্দু জমিদার বাড়ি		মাদারীপুর সদর	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ৪৩.০০০০.১১৪.০১৬.১৩৮.১৫ (অংশ)/৫৩ ২৯ জানুয়ারি ২০২৩	স্থানীয়ভাবে এই জমিদার বাড়িটি কুলপদ্বি জমিদার বাড়ি (কালিখোলা জমিদার বাড়ি) নামে পরিচিত। কুলিন বংশের জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের নামনুসারে এই অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছিল কুলপদ্বি। আদিকাল হতে এই অঞ্চলে বণিক শ্রেনির লোকের বসবাস ছিল। কোন উৎকীর্ণ লিপি না থাকায় বাড়ির প্রকৃত নির্মাতা বা নির্মাণকাল সর্ম্পকে তেমন কিছু জানা যায় না। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী শশী রায় নামক এক স্থানীয় ধনাট্য বণিক কর্তৃক উনিশ শতকের প্রথমদিকে এটি নির্মাণ করেন। আবার অনেকে নির্মাতা হিসাবে সাধন সাহা ও সাধু সাহার নাম উল্লেখ করেন। আয়তকার ভুমি পরিকল্পনায় নির্মিত দুইতলা জমিদার বাড়িটির দৈর্ঘ্য ৬২.৯০ মি:, প্রস্থ ৩৫.০২ মি:, দেয়ালের পুরত্ব ৫০ সে.মি.। চুন সুরকির গাঁথুনিতে নির্মিত জমিদার বাড়িটিতে লোহার বীম ও কাটের কড়িবর্গা ব্যবহার করা হয়েছে। বাড়িটি ইন্দো-ইউরোপিয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত। ফুল ও লতাপাতার কারুকার্য, পিলাস্টার নকশা জমিদার বাড়িটিতে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।